দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 21 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম আর দলীয়করণই এখন স্বাভাবিক ঘটনা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

অনিয়ম আর দলীয়করণই যেন এখন বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক ঘটনা। নিয়োগ, পুরস্কার, তিরস্কার– সবকিছুর পিছনেই কাজ করছে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ফলে চিকিৎসা এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে বিরাজ করছে এক লেজেগোবরে পরিস্থিতি।

দেশের একমাত্র এই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন এক নাজুক অবস্থা। স্বজনপ্রীতি এবং প্রতিহিংসাজনিত একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষক এবং চিকিৎসক মহলে দেখা দিয়েছে অস্থিতিশীলতা। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বের প্রশ্নে চিকিৎসক এবং কর্মচারীদের সেই পুরনো বিরোধ তো রয়েছেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সিন্ডিকেট থাকলেও অধিকাংশ সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। ফলে সে সব সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আদালতে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, উঠছে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির অভিযোগ। প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তির রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা এ সব অভিযোগকে দিয়েছে আরও বেশি জোরাল ভিত্তি।

সদ্য সমাপ্ত বিএমএ নির্বাচনের আগে একাধিক অধ্যাপকের চাকরিচ্যুতির প্রচেষ্টা, কোর্সের শেষ পর্যায়ে এসে একজনকে কোর্স থেকে বাদ দেয়ার প্রচেষ্টা নিয়ে সে সময় দারুণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিষয়গুলো আদালত পর্যন্ত গেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেশ বিপাকে পড়ে। কিন্তু আগের সেই বিব্রতকর পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ার আগেই নতুন বিতর্কের জন্ম হয়েছে নিউরোসার্জারি এবং অর্থপেডিক সার্জারি পদে নিয়োগকে কেন্দ্র করে। উভয় পদেই একাধিক যোগ্য প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে এমন প্রার্থীদের যাদের উক্ত পদে আবেদন করারও যোগ্যতা নেই। নিয়োগের ক্ষেত্রে অধ্যাপক পদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে– নিয়মিত সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে কমপক্ষে ৫ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিউরোসার্জারি অধ্যাপক পদে যাকে মনোনীত করেছে তার সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে কাজ করার ন্যূনতম এই অভিজ্ঞতা নেই। কেবল তাই নয়, এ পদে আবেদন করা সকল প্রার্থীর মধ্যে ভাগ্যবান এই লোকটিই সবচেয়ে কম যোগ্যতা সম্পন্ন। অর্থপেডিক সার্জারির অধ্যাপক পদে যাকে নিশ্চিত করা হয়েছে তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে আদৌ কখনও নিয়মিতই হননি। তার ওপর বর্তমানে তিনি রয়েছেন এলপিআর এ। অনিয়মগুলো বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া হয়নি। নিউরোসার্জারির অধ্যাপক পদে নিয়োগ নিয়ে সংক্ষুব্ধ একজন আদালতে গেলে বিচারক নিয়োগ আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন।

চিকিৎসা ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে লেজেগোবরে পরিস্থিতি

সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জর্জরিত এখন নানাবিধ মামলা মোকদ্দমায়। এর আগে নতুন ভিসি ক্ষমতায় বসার পরই ৭-৮ জন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন। বলেছেন তাদের নিয়োগই নাকি অবৈধ ছিল। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয়া হয় তাদের বেতন। আদালতে গেলে বিচারক তাদের পক্ষে রায় দেয়। ছয়মাস বন্ধ রাখার পর আদালতের আদেশের ফলে কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি আবার তাদের বেতন বকেয়াসহ পরিশোধে বাধ্য হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খাতনামা শিক্ষক বলেছেন বিষয়টিকে অভিহিত করেছেন 'তামাশা' বলে। তিনি বলেন, "ওরা অপছন্দের শিক্ষকদের নিয়োগকালীন ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। অথচ শীর্ষ পর্যায়েই নিয়োগ নিয়ে রয়েছে অনেক অনিয়ম। একজন প্রো-ভিসিই ক্ষমতায় রয়েছেন বর্তমানে বিধিবহির্ভূতভাবে।" উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষকদের মধ্যে থেকে একজনের হওয়ার কথা প্রো-ভিসি। অথচ দুই প্রো- ভিসির একজন, অধ্যাপক মোঃ তাহির এখন আর নিয়মিত শিক্ষক নন। কয়েক মাস আগেই তার বয়স ৬০ পার হয়ে গেছে। তার সঙ্গের সকলেই অবসরে গেলেও রয়ে গেছেন তিনি বহাল তবিয়তে। একই রকমের বেপরোয়া মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে কর্মচারীদের মধ্যেও। বিশ্ববিদ্যালয় থাকা- না থাকার অন্দোলনের মাধ্যমে কর্মচারী নেতারা এক একজন নিয়ন্ত্রণহীন আচরণ করতে শুরু করেছে। তাদের অফিসের কাজকর্মের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ইচ্ছামতো তারা অফিসে আসে, যায়। এমনকি তাদের এক শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে বিদ্যুত সংক্রান্ত একটি মামলায় শাস্তি হলেও তার ব্যাপারে নেয়া হয়নি কোন ব্যবস্থা।

প্রশাসনিক পর্যায়ে এতসব অনিয়মের প্রভাব অবধারিতভাবেই পড়েছে হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও। চিকিৎসা সেবা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বিপুলসংখ্যক রোগীকে নিয়মিত হতে হচ্ছে নানা রকম ভোগান্তির শিকার।